দৈনিক ইত্তেফাক

19 JUN 1995

তারিখ ... 18 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৮২ কলাম ২

15

অসাধু পন্থায়—

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ কতিপয় অসাধু ব্যক্তি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রশ্নপত্রের সাজেশন বিক্রয় করিয়া

(২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

অসাধু পন্থায়—

(শেষ পৃঃ পর)

বিপুল অংকের অর্থ আদায় করিতেছে। বিশেষ করিয়া গত শনিবারে অনুষ্ঠিত 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অনুরূপ একটি সাজেশন প্রশ্নপত্রের ১টি সেটের সহিত প্রায় মিলিয়া যাওয়ায় শনিবার হইতে গভীররাতে আবাসিক হলগুলিতে অবস্থানরত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ২/৩ শত টাকার বিনিময়েও বিক্রয় হইতে দেখা যায়। তবে গতকাল রবিবারের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সহিত বিলিকৃত সাজেশনের মিল পাওয়া যায় নাই। মূলতঃ সাভার ও ঢাকার কোচিং সেন্টারগুলির সহিত ভাসিটির কোন কোন অসাধু ব্যক্তির যোগসাজসে এইরূপ সাজেশন প্রণয়ন করিয়া বিপুল অর্থ লুটিয়া নেওয়া হইতেছে। এ ব্যাপারে বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর এম মনিরুজ্জামানের সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি জানান, বিভিন্ন বিভাগের ৬/৭ জন শিক্ষকের প্রদত্ত প্রশ্নপত্র বাছাই করিয়া ডীন অফিস গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া ৬ সেট প্রশ্ন প্রণয়ন করিয়া থাকে। ফলে কোন বিভাগীয় শিক্ষক সাজেশন দিলেও হয়তো সর্বোচ্চ ৫০ হইতে ৬০ শতাংস প্রশ্ন কমন পড়িতে পারে। ইহাতে প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রমাণিত হইতে পারে না।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত দৈনিক পত্রিকার কয়েকজন সাংবাদিক গতকাল রবিবার বিজ্ঞান অনুষদ ডীনের কার্যালয়ে বিষয়টি আলোচনা করিতে গেলে দুইজন শিক্ষক তাহাদের সহিত অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। এ ব্যাপারে সাংবাদিক সমিতি এক জরুরী বৈঠকে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে শিক্ষকদের এইরূপ অসহিষ্ণু মনোভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে।